খাম্বা

(কোরাণ - হাদিস - ইতিহাসে ইসলামী রাষ্ট্র)।

"গঠনতন্ত্র জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ" বইটার কভারের শেষ পৃষ্ঠায় আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি জামায়াত হইতে বাহির হইয়া গেল, সে ছুঁড়িয়া দেওয়া তীরের মত ইসলামের আওতা হইতে বাহির হইয়া গেল"। জামাতের ভাবখানা এই যে, চোদ্দশ' বছর আগে নবীজী বলেছেন, যে ব্যক্তি বাংলাদেশ জামাতে ইসলামি হইতে বাহির হইয়া গেল সে ইসলাম হইতে বাহির হইয়া গেল!

চিরকাল ইসলামের এই পাঁচটি স্তম্ভ। আবদুল জলিলের বাংলা বোখারি থেকে, হাদিস নম্বর ৩২, পৃষ্ঠা ৫১ঃ- "সুত্র -হযরত আবদুল্লা ইবনে ওমর - রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের সৌধ স্থাপিত। (১) আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই এবং মোহাম্মদ (দ;) আল্লার রসুল বলা, (২) নামাজ কায়েম করা, (৩) জাকাত আদায় করা, (৪) হজ্ব করা, এবং (৫) রমজানে রোজা রাখা।

কিন্তু হাজার বছর পরে এখন হঠাৎ ইসলামের একটা খাম্বা গজিয়েছে। এই খাম্বা না মানলে মুসলমানের মুসলমানিত্ব নাকি আর পাকা থাকছে না, ই-কটুখানি কাঁচা থেকে যাচ্ছে। ওটা না হলে সবকিছু নাকি ঠিক ইসলামী থাকছে না, ই-কটুখানি পিছলামী হয়ে যাচ্ছে। বিশাস হচ্ছে না? বেশ, পড়ে দেখুন মওলানা মৌদুদীর বইগুলো, কিংবা সৈয়দ কুতুবের বই বা হাসান বান্নার বই, ঠিকই বিশ্বাস হবে। কিংবা, খুলে দেখুন না বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশী প্রচারিত ইন্টারনেট দৈনিক এন- এফ-বি অর্থাৎ নিউজ ফ্রম বাংলাদেশ, ২০শে মে, ২০০৩। এর ঠিকানা হল, www.bangladesh-web.com/news. বিশ্ব-উম্মা প্রতিষ্ঠানের উম্মাবাজীর উন্মাদনা দেখে আপনার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে। মতে না মিললেই ইসলামের শত্রু, সটান মুনাফেক বা মুরতাদ। অংশ বিশেষ তুলে ধরছিঃ-

In conclusion; anyone who suggests separation of religion from politics or other spheres of life runs counter to the Qur'aan and Sunnah. We cannot reduce Islam to purely a personal private matter. Any one who does so regard Islam becomes at best a Munafiq at worst an apostate.

(ভাবানুবাদঃ- সর্বশেষে, যাহারা ধর্মকে রাজনীতি হইতে আলাদা রাখিবার পক্ষপাতি, তাহারা কোরান ও সুন্নাহ'র বিরোধীতা করেন। ইসলামকে আমরা ব্যক্তিগত বিষয় রূপে নামাইয়া আনিতে পারি না। যাহারা তাহা করেন তাহারা হয় মুনাফেক অথবা মুরতাদ)।

ইংল্যান্ডের বিখ্যাত জামাতি সংগঠন আল-মুজাহিরুন কি বলে দেখবেন? এই দেখুন, চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে।

3- Any Muslim who votes for a person knowing that the Parliament is a body of legislating law is an apostate. - (পার্লামেন্ট আইন-বানাইবার স্থান জানিয়াও কোন মুসলিম যদি কাহাকেও ভোট দেয় তবে সে মুরতাদ, ইসলাম-ত্যাগী)।
4- Any Muslim who participates in elections to become an MP knowing the reality of Parliament as a legislative House is an apostate. - (পার্লামেন্ট আইন-বানাইবার স্থান জানিয়াও কোন মুসলিম যদি পার্লামেন্টের সদস্য হইবার জন্য নির্বাচনে অংশ নেয় তবে সে মুরতাদ, ইসলাম-ত্যাগী)।

আরে বাপু, এ হিসেবে তো আমাদের জামাত, গোআজম-মত্যানিজামি-আমিনী-সাইদী সবাই মুরতাদ! সবাইকে তো তাহলে শারিয়া মাফিক লাইন ধরে জবাই কর হোক! আরও দেখুন ক্যানাডার তথাকথিত "ইসলামিক ইনষ্টিটিউট অফ সিভিল জাষ্টিস অ্যান্ড মুসলিম কোর্ট অফ আর্বিট্রেশন" এর বই, পৃষ্ঠা ৯,- "যদি তুমি এই শারিয়া কোর্টে না আসিয়া ক্যানাডিয়ান কোর্টে যাও তবে তুমি দাবী করিতে পার না যে তুমি ইসলামে বিশ্বাসী"। আস্পর্ধাটা দেখেছেন? একেবারে যেন ইসলামের মালিক উঠে এসেছেন, ইচ্ছেমত যে কোন কাউকে মুসলমানিত্বের সার্টিফিকেট দিচ্ছে! !

এই হল সেই চেহারা, এই হল ইসলামের এক নম্বর শত্রু। এরাই খাম্বাধারী, এই খাম্বার জন্ম দিয়েছে জামাত সাংগঠনিক রূপে, উনিশ'শো একচল্লিশ সালে। এর আগে পনেরোশ' বছর ধরে এই খাম্বা ছাড়াই ইসলাম পাঁচ স্তম্ভের ওপরে শক্ত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, হেলেও পড়ে নি, শুয়েও পড়েনি।

কোরানে অনেক নবীর দায়িত্বের বর্ণনা আছে। আমরা একে একে সেগুলো দেখব এবার। কোরাণ খুলে আমার কথাগুলো মিলিয়ে নিন, কোরাণ হাতে নেবার আগে শরীর মন পবিত্র করে নিন। কারণ খোদ কোরাণই সে কথাবলেছে, সুরা আল্-ওয়াক্বিয়া, আয়াত ৭৯ - "যারা পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ ইহাকে স্পর্শ করিবে না"। আপনি মুসলমান নন? নো প্রবলেম। স্পর্শ করার ব্যাপারে কোরাণ ধর্মের কোন বাধা রাখে নি। কোন কোন মওলানা অমুসলমানদের কোরাণ ছুঁতে দেন না বটে, কিন্তু তাতে খোদ কোরাণের ওই আয়াতটারই বরখেলাফ হয়। অমুসলামেরা কোরাণ না পড়লে ইসলাম বুঝবে কি করে? মহাত্মা গান্ধী গুরু নানক থেকে শুরু করে অসংখ্য অমুসলমান কোরাণের প্রশংসা করেছেন, ব্রাহ্মভাই গিরীশ চন্দ্র সেন কোরাণের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেছেন, না পড়ে না ছুঁয়ে তো আর করেন নি।

এবারে দেখা যাক আল্লাহ তাঁর কোরাণ শরিফে নবী-রসুলদের এই খাম্বা প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন কিনা।

১। হজরত নূহঃ- সুরা আল আরাফ, আয়াত ৬১ ও ৬২। " তিনি (হজরত নূহ) বলিলেন, হে আমার সম্প্রদায়, আমি কখনই ভ্রান্ত নহি; কিন্তু আমি বিশ্ব-প্রতিপালকের রসুল। তোমাদিগকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই, এবং তোমাদিগকে সদুপদেশ দেই"।

২। হজরত হুদঃ- সুরা আল আরাফ, আয়াত ৬৭ ও ৬৮। "তিনি (হজরত হুদ) বলিলেন, হে

আমার সম্প্রদায়, আমি মোটেই নির্বোধ নহি; বরং আমি বিশ্ব-প্রতিপালকের প্রেরিত পয়গম্বর। তোমাদিগকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের হিতাকাংখী, বিশ্বস্ত”।

৩। হজরত সালেহ ঃ- সুরা আল আরাফ, আয়াত ৭৯। “সালেহ তাহাদের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন ও বলিলেন, হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের নিকট স্বীয় প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাইয়াছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছি”।

৪। হজরত শোয়েব ঃ- সুরা আল আরাফ, আয়াত ৯৩। “অনন্তর তিনি (হজরত শোয়েব) তাহাদের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন ও বলিলেন, হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের নিকট প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাইয়াছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছি।”?

৫। অন্য সব নবীঃ- সুরা আম্বিয়া ২৫। “আপনার (নবীজীর) আগে আমি যে রসুলই প্রেরণ করিয়াছি তাহাকে এই আদেশই প্রেরণ করিয়াছি যে আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর”।

হল প্রমাণ, নবীদের দায়িত্বের? এর মধ্যে কোথায় রাজনীতি, কোথায় রাষ্ট্র? কোন কথা আপনি যদি আপনার ছেলে-মেয়েকে পই পই করে বার বার বলেন, তাহল কথাটা নিশ্চয়ই খুবই গুরুত্বপুর্ণ, তাই না? একই কথা খাটে কোরাণ শরীফ সম্বন্ধেও। নবীরা শুধুমাত্র পয়গাম পৌঁছানোর মালিক, প্রচারের মালিক, ব্যাস্। হজরত সুলায়মান ও হজরত দাউদ বংশগতভাবে সম্রাট ছিলেন, হজরত ইউসুফকেও মিসরের রাজা ইচ্ছে করে রাজত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। জুলকারনাইনকে অনেকে নবী বলেন। তিনি দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা ছিলেন, কখনো কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন নি। এত সব সুস্পষ্ট কথার এবং উদাহরণের পরেও যারা পানি ঘোলা করে কথা পেঁচিয়ে নুতন ব্যাখ্যা বের করে, তাদের আপনি কি বলবেন?

এখন দেখা যাক খোদ নবীজীর দায়িত্বের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের খাম্বা আছে কি না। ইসলাম হজরত আদম থেকে নবীজী পর্য্যন্ত আগাগোড়া ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন একই ধর্ম। সে জন্যই নবীজীর দায়িত্বও আগের অন্য নবীদের মত হুবহু একই। তাই কোরাণ অন্য নবীদের যা দায়িত্ব দিয়েছে, নবীজীকেও হুবহু সেই একই দায়িত্ব দিয়েছে। এবার সেটাই দেখা যাক।

১। সুরা কাহ্ফ, আয়াত ২৯ ও ৫৬। “বলুন, সত্য তোমাদের পালনকর্তা হইতে আগত। অতএব, যাহার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যাহার ইছা অমান্য করুক”।...... “আমি রসুলদিগকে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপেই প্রেরণ করি”।

২। সুরা নিসা আয়াত ৮০ ও ১৬৫। “আর যে লোক বিমুখ হইল, আমি আপনাকে (হে মুহম্মদ!) তাহাদের জন্য রক্ষনাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করি নাই।...... রসুলগণকে সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করিয়াছি”।

৩। সুরা ইউনুস, আয়াত ১০৮। “বলিয়া দাও, হে মানবকুল, সত্য তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া গিয়াছে তোমাদের পরওয়ারদিগারের তরফ হইতে। এখন যে কেহ পথে আসে সে পথ প্রাপ্ত হয় স্বীয় মঙ্গলের জন্য। আর যে বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরিতে থাকে সে স্বীয় অমঙ্গলের জন্য

বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরিতে থাকিবে। অনন্তর আমি তোমাদের উপর অধিকারী নহি”।

৪। সুরা আল গাসিয়াহ, আয়াত ২১ ও ২২। “অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশ দাতা, আপনি তাহাদের শাসক নহেন”।

৫। সুরা আল আনাম, আয়াত ৪৮, ৫২, ৬৬, ৬৯ ও ১০৭। “আমি পয়গম্বর প্রেরণ করি না, সুসংবাদ দাতা ও ভীতিপ্রদর্শকরূপে ব্যতীত”.........তাহাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নহে.......“যদি আল্লাহ চাহিতেন তবে তাহারা শেরক করিত না। আমি আপনাকে তাহাদের সংরক্ষক করি নাই এবং আপনি তাহাদের কার্য্যনির্বাহী নহেন”।....... আপনি বলিয়া দিন, আমি তোমাদের উপরে খবরদারকারী নহি....... কিন্তু তাহাদের দায়িত্ব উপদেশ দান করা।

৬। সুরা আল আহযাব, আয়াত ৪৫ ও ৪৮। “হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদ-দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি। ....আল্লাহ কার্য্যনির্বাহী রূপে যথেষ্ট”।

৭। সুরা বাকারা আয়াত ২৭২। “তাহাদিগকে সৎপথে আনিবার দায়িত্ব আপনার নহে।”

৮। সুরা আল্-মায়েদাহ, আয়াত ৯২ এবং ৯৯। “কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে জানিয়া রাখ, আমার রসুলের দায়িত্ব প্রকাশ্য প্রচার ছাড়া কিছু নহে”। “রসুলের দায়িত্ব শুধু পৌঁছাইয়া দেওয়া”।

৯। সুরা আল-আহ্‌ক্বাফ আয়াত ৯। “বলুন, ... আমি স্পষ্ট সতর্ককারী ব্যতীত আর কিছু নহি”।

১০। সুরা ক্বাফ আয়াত ৪৫। “আপনি তাহাদের উপর জোর-জবরদস্তিকারী নহেন”।

১১। সুরা আরাফ আয়াত ১৮৮। “আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতিপ্রর্শক ও সুসংবাদদাতা”।

১২। সুরা আশ-শুরা আয়াত ৪৮। “আপনাকে আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। আপনার কর্তব্য শুধু প্রচার করা”।

১৩। সুরা রা’দ আয়াত ৪০। “আপনার দায়িত্ব পৌঁছাইয়া দেওয়া, আমার দায়িত্ব হিসাব নেওয়া”।

হল? কি দাঁড়াল তা হলে? নবীরা কি জামাতি-দারোগা, নাকি প্রেমময় বন্ধু? আর কত ভাবে বলতে হবে যে, নবী হিসেবে প্রচার করার বাইরে আর কোন খাম্বার ডান্ডা ঘোরানোর দায়িত্ব তাঁদের ছিলনা? আল্ কোরাণ এতবড় গুরত্বপুর্ণ বাণী এত বার বলে দেবার পরেও জামাত কি করে তা অমান্য করতে সাহস পায়, রাজনৈতিক ইসলামকে নবীজীর ইসলাম বলে চালাতে চায়? যে পাঁচ স্তম্ভের ওপর ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন নবীজী, সেই কলমা, নামাজ, রোজা, হজ্ব আর জাকাতের মধ্যে দোষটা কোথায় হল শুনি? ওগুলোতে অসম্পুর্ণতা কোথায় আছে শুনি? ওগুলোর প্রত্যেকটা খাম্বাবিহীন একান্তই ব্যক্তিগত, ওগুলোই ইসলাম। ওর বাইরে সব কিছুই ইসলামের

নামে জামাতের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র।

মতে না মিললেই মুরতাদ, তাই না? শারিয়ার আইন দেখিয়ে জবাই করার জন্য, তাই না? বটে! এবার আর মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোখারীর অনুবাদ থেকে দিচ্ছি না, ওটা বাংলাদেশে পাওয়া মুশকিল হতে পারে। তার চেয়ে বরং বাংলাদেশ লাইব্রেরী ঢাকা থেকে প্রকাশিত আবদুল করিম খান সম্পাদিত হাফেজ আবদুল জলিলের বাংলা অনুবাদ দেখা যাক, ওটা সবাই হাতের কাছেই পাবেন। পৃষ্ঠা ৩৯, হাদিস নম্বর ১২। লম্বা হাদিস, মাঝখান থেকে তুলে দিচ্ছি, মিলিয়ে নেবেন দয়া করে। উদ্ধৃতিঃ- "আবদুল্লা কায়েস নামক গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল.......... আরজ করিল- ইয়া রসুলুল্লাহ!.......... আপনি আমাদিগকে কয়েকটি স্পষ্ট উপদেশ ও আদেশ নিষেধ বলিয়া দিন যাহা অনুসরণ করিয়া আমরা সকলে বেহেশ্‌ত লাভের উপযুক্ত হইতে পারি। .... রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রথমতঃ তাহাদিগকে চারিটি কর্তব্যের আদেশ করিলেন। (১).......... কায়মনোবাক্যে এই অঙ্গীকার ও স্বীকারোক্তি করা যে একমাত্র আল্লাহই মা'বুদ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ'র রসুল। (২) নামাজ উত্তমরূপে আদায় করা, (৩) জাকাত দান করা, (৪) রমজান মাসে রোজা রাখা এবং গণিমতের মালের এক পঞ্চমাংশ দেওয়া। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে চারিটি বস্তু (পাত্র) ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে ইহাও বলিলেন - এই সব আদেশ নিষেধকে তোমরা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবে এবং দেশে গিয়া সকলকে ইহা জানাইয়া দিবে"।

হল? পাওয়া গেল সিরাতুল মুস্তাকিম, সহজ সরল পথ? এর সাথে পড়ে নেবেন হাদিস নম্বর ১৩ আর ১৪, আরও সহজ পথ পেয়ে যাবেন বেহেশ্‌তে যাবার। হ্যাঁ, এই হল স্বয়ং নবীজীর বলে দেয়া বেহেশতে যাবার সিরাতুল মুস্তাকিম (সহজ সরল পথ), কোন মৌদুদি বা গোলাম আজমের সিরাতুল জিলাপি নয়। পাঁচটা স্তম্ভ হলেই হল, ছয় নম্বর খাম্বার পরোয়া করে না নবীজীর ইসলাম। ওটা শুধু জামাতিদের দরকার। তার হাতেই সিরাতুল মুস্তাকিম (সহজ সরল পথ) হয়ে যায় সিরাতুল জিলাপী (জিলাপীর মত প্যাঁচানো পথ)। সে আমলে শতকরা এক'শ ভাগ অমুসলমানের দেশে ইসলাম ও ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে ইসলাম প্রচারকদের ক্ষমতায় বসতে হয় নি আর এখন শতকরা ৮৬% মুসলমানের দেশে ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য খুনী-ধর্ষক জামাতিকে প্রেসিডেন্ট-প্রাইম মিনিষ্টার হয়ে পার্লামেন্টে বসতে হবে, তাই না? বটে!

ইসলাম প্রচারকদের অনেকেই ছিলেন দুর্মূখ যোদ্ধা। অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে জনগণের নালিশের পরিপ্রেক্ষিতে তলোয়ার হাতে লড়াই করেছিলেন তাঁদের অনেকেই, বিজয়ী হয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই। বিজয়ী হবার পরে তাঁরা জমিদার হয়ে বসে ইসলাম প্রচার করতে পারতেন, তাতে তাঁদের সবদিক দিয়ে সুবিধেই হত। কিন্তু তবু তাঁরা সারা জীবন ধরে জনগণের মধ্যে বসেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এবার সেই শান্তি-কপোত গুলোর দিকে তাকানো যাক। নামের আগে হজরত পড়ে নেবেন, মাত্র কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি।

১। শাহ জালাল - পরাজিত করেছিলেন -গৌর গোবন্দকে -সিলেট।
২। শাহ মাহমুদ - পরাজিত করেছিলেন -বিক্রমকেশরীকে -?
৩। জাফর খাঁ গাজী- পরাজিত করেছিলেন - মান-নৃপতিকে -দিনাজপুর।
৪। পীর বদরুদ্দীন- পরাজিত করেছিলেন - রাজা মহেশকে - দিনাজপুর।
৫। শাহ বদরুদ্দীন- পরাজিত করেছিলেন - মগ দস্যুদের - চট্টগ্রাম।

৬। সুলতান বলখী- পরাজিত করেছিলেন - রাজা বলরামকে-হরিরামপুর।
ঐ - পরাজিত করেছিলেন - পরশুরামকে - বগুড়া।
৭। কাত্তাল পীর- পরাজিত করেছিলেন - মগ দস্যুদের - চট্টগ্রাম।
৮। বড়খাঁ গাজী - পরাজিত করেছিলেন - মুকুট রায়কে - যশোহর।
৯। শাহ নেকমর্দান- পরাজিত করেছিলেন - ভীমরাজকে - দিনাজপুর।

এঁদের মধ্যে কেউ রাজা হয়ে বসেন নি। কারণ তাঁরা ঠিকই বুঝেছিলেন, ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার সাথে রাষ্ট্র-ক্ষমতার সাংঘাতিক একটা বিরোধ আছে। ইমাম আবু হানিফা, শাফি'ই, হাম্বল, মালিক, তাইমিয়া এমনকি ইমাম বোখারীকেও রাজারা (খলিফারা) কতই না চেষ্টা করেছে রাষ্ট্র-ক্ষমতার সাথে যুক্ত করতে। কিন্তু তাঁরা দরবারকে বিষের মত মনে করতেন। খলিফাদের শত অত্যাচারের পরেও তাঁরা কখনোই ও পথে মাড়ান নি। কেন মাড়ান নি? কারণ, ধর্মের সাথে রাষ্ট্রক্ষমতার বিরোধটা বুঝেছিলেন আমাদের ইমামরাও।

রাষ্ট্রের গদিতে বসা-ই যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হয় তাহলে দুনিয়ার সবচেয়ে মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ইন্দোনেশিয়াতে কি ভুতেরা রাজা হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছে? আমাদের বাংলায় কি অদৃশ্য ব্রহ্মদৈত্যি এসে রাজত্ব করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছে? কোন্ সে খ্রীষ্টান রাজ্যের মহাসম্রাট হয়ে সুউচ্চ তখ্‌তে বসেছিলেন যীশুখ্রীষ্ট? কোন্ সে ঈহুদী রাজ্যের মহাসম্রাট হয়ে সুউচ্চ তখ্‌তে বসেছিলেন হজরত মুসা? কোন্ সে বৌদ্ধ-সাম্রাজ্যের মহাসম্রাট হিসেবে সুউচ্চ সিংহাসনে বসেছিলেন গৌতম বুদ্ধ? কোন সে শিখ-সাম্রাজ্যের স্বর্ণসিংহাসনে বসেছিলেন গুরু নানক? কেন, দুনিয়া জুড়ে প্রতিষ্ঠা হয়নি ঈহুদী-খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্ম? প্রতিষ্ঠিত হয় নি শিখ ধর্ম? দয়া করে একটা, মাত্র একটা উদাহরণ দেখান পৃথিবীর ইতিহাস থেকে যেখানে কোন ধর্ম-প্রচারককে শুধু ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য সিংহাসনে বসতে হয়েছে। দেখাতে পারবেন না, কোন ধর্ম-প্রচারকই তা করেন নি। বরং উল্টোটা-ই হয়েছে। সুবিশাল ভারতবর্ষের পরাক্রম ভারতেশ্বর বাদশাহ আকবরের দ্বীন-এ-এলাহী উড়ে গেছে কালের হাওয়ায়। অথচ গ্রামের পথে পথে খালি পায়ে ঘোরা মহাবীরের আর শ্রী চৈতন্যের জৈন ধর্ম আর বৈষ্ণব ধর্ম ঠিকই টিকে আছে, টিকে আছে পাবনার অনুকুল ঠাকুরের অহিংস ধর্মও, এত ছোট হয়েও।

দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আগে যে কোন নেতা তাঁর অনুসারীদের সবচেয়ে দরকারী কথা বলে যান। নবীজী কি বলেছিলেন তাঁর বিদায় হজ্বের ভাষণে? কোন রাষ্ট্র-ফাষ্ট্র নয়, শুধুমাত্র নৈতিক উপদেশ, শুধুমাত্র ভালো মানুষ হবার তাগাদা, ন্যায়ের তাগাদা, সবার সাথে ভালো ব্যবহারের তাগাদা। কারণ ওটাই ইসলাম। এমনকি, বিদায় হজ্বের পরেও তাঁর মৃত্যুশয্যা থেকে সর্বশেষ বৃহস্পতিবারে দেয়া তিনটে উপদেশের মধ্যেও কোনই রাষ্ট্রের কথা বলেন নি নবীজী। বরং অমুসলিম রাষ্ট্রের দূতদের সাথে তিনি যেভাবে ভালো ব্যবহার করেছেন, সেভাবে ভালো ব্যবহার করতে বলেছেন। মৌদুদি আর জামাত বলে, পৃথিবী থেকে অন্য সব সরকার (এমনকি ধর্ম নিরপেক্ষ সরকারও) উচ্ছেদ করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা-ই নাকি ইসলাম, তাহলে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দূতরা কি আকাশ থেকে আসবে?

সহি বুখারি, মুয়াত্তা, মুসলিম, নাসায়ী, আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা', আল্ কাফি', কুদসি-হাদিসে আর শারিয়া কেতাবগুলোতে প্রায় এক লক্ষ হাদিসের দলিল। এই দলিলগুলোতে নবীজীর হাজার হাজার নির্দেশ আর তাগাদা আছে আমাদের প্রতি, অনাগত বিশ্ব-মুসলিমের প্রতি।

কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার কথা ঘুণাক্ষরেও পাওয়া যায় নি। ওটা যদি ইসলামি ধর্ম-বিশ্বাসের অঙ্গ হত, তাহলে এত বড় একটা ব্যাপারে তিনি কি একটাও নির্দেশ দিতেন না, একটুও তাগাদা দিতেন না? অবশ্যই দিতেন। অথচ আজ তাঁরই নামে কি অসম্ভব ধুর্ততার সাথে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয় ইসলামের অঙ্গ হিসেবে, হিংস্র অমানবিক শারিয়া-প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয় ইসলামের অঙ্গ হিসেবে।

অনৈসলামিক রাজারা সুদীর্ঘ চোদ্দ'শ বছর ধরে খলিফা হয়ে মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনকে ইসলামি ধর্ম-বিশ্বাসের অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। এখন জামাত পৃথিবীময় ইসলামী রাষ্ট্রের মারাত্মক স্বপ্নে মুসলিম-অমুসলিম সবার জন্য রহমাতুল্লিল আল্ আমিনকে করে তুলেছে হিংস্র হালাকু খান। এই মরণফাঁদ থেকে বের হতে হবেই বিশ্ব-মুসলিমকে।

"ধর্মে বাড়াবাড়ি করিও না"-সুরা নিসা আয়াত ১৭১।
"ধর্মে বাড়াবাড়ি করিও না" - সহি বোখারি।

ধন্যবাদ।